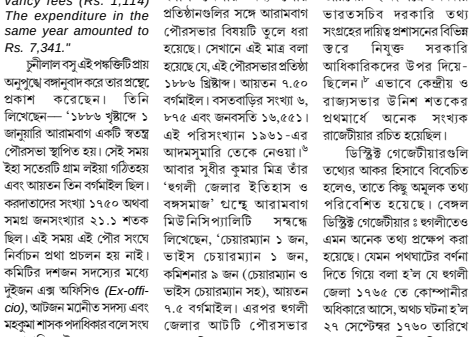

রাজ্য থেকে সরে যাচ্ছে মৌসুমী বায়ু, পুজোর আগে স্বস্তি

প্রবল বর্ষার হাত থেকে এখন মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত রাজ্য থেকে সরে যাচ্ছে মৌসুমী বায়ু। এটা অবশ্যই সুসংবাদ। বিশেষকরে পুজোর কদিন যাতে বৃষ্টি না হয়, সেটাই কাম্য। তবে মৌসুমী বায়ু সরে যাওয়ায় এখন কয়েকমাস স্বস্তি মিলবে। কিন্তু বৃষ্টি একেবারেই হবে না তা নয়, কারণ স্থানীয়ভাবে মেঘের সঞ্চারে বজ্রপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলে জানানো হয়েছে। আর এ কারণে পুজোয় অল্পস্বল্প বৃষ্টির সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। বলা দরকার যে, এবার সারা দেশে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে। বলেই মৌসুম ভবন জানিয়েছে।

কোথাও কোথাও অতিবৃষ্টির কারণে বিপর্যয় হয়েছে। দৃষ্টান্ত দিতে বলা যেতে পারে বর্ষা ঠিক সময়ে কেরলের উপকূলে আছড়ে পড়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নিম্নচাপের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ কেরলে বিপর্যয় হয়। টানা বৃষ্টিতে সব ভেসে যায়। কেরল প্রবল বন্যার কবলে পড়ে। একইভাবে বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাণিজ্য নগরী মুম্বই। আর অক্টোবরের পূর্বাভাস, ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে। সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। এর ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা তামিলনাড়ু ও পদুচেরিতে। এর ধাক্কা পড়বে পশ্চিমবঙ্গেও, সুতরাং মৌসুমী বায়ু সরে গেলেও নিম্নচাপের দরুণ বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই নেই। তবে পুজোর ক'দিন নির্বিঘ্নে কাটুক। এটাই মানুষের প্রার্থনা, পুজোয় যেন ঝড়-বৃষ্টি না হয়।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঐ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া খুদিরাম কহিলেন, যত শীঘ্র, সম্ভব তিনি গয়াধামে গিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। দেহপ্রবিষ্ট জীবও কহিল যে, পিণ্ডদানের পরে তাহার যে উদ্ধার হইয়াছে ইহার নিদর্শনস্বরূপ সে সম্মুখস্থ নিমগাছের বড় ডালটি ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইবে। খুদিরামের গয়াযাত্রার কিছুকাল পরে ঐ নিমগাছের বড় ডালটি সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

গদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া খুদিরাম যেদিন ক্ষেত্রকর্ম সম্পূর্ণ করিলেন সেদিন তাঁহার বিশ্বাসী হৃদয় তৃপ্তি ও শান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, শ্রীভগবানের কৃপায় পিতৃঋণ যথাশক্তি পরিশোধ করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া। রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন ঃ "... অদৃষ্টপূর্ব দিব্য জ্যোতিতে মন্দির পূর্ণ হইয়াছে এবং পিতৃ পুরুষগণ সসম্ভ্রমে সংযতভাবে দুই পার্শ্বে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া মন্দিরমধ্যে বিচিত্র সিংহাসনে সুখাসীন এক অদ্ভুত পুরুষের উপাসনা করিতেছেন। দেখিলেন, নবদূর্বাদলশ্যাম জ্যোতির্মণ্ডিততনু ঐ পুরুষ স্নিগ্ধপ্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে অবলোকনপূর্বক হাস্যমুখে তাঁহাকে নিকটে যাইযাব জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন!" যন্ত্রচালিতবৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দণ্ডব' প্রণাম-পর্বক হৃদয়ের আবেগে তিনি নানা স্তুতি ও বন্দনা করিতে থাকিলে, ঐ দিব্য পুরুষ "বীণানিস্যন্দী মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, খুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব।" কল্পনারও অতীত ঐ কথা শুনিয়া তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইলেও, পরক্ষণেই নিজের দারিদ্র্য চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। সেবাপরাধী হওয়ার ভয়ে অত বড় সৌভাগ্যও তিনি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন দেখিয়া ঐ অমানব পুরুষ পুনরায় কহিলেন, "ভয় নাই খুদিরাম।

দিনপঞ্জিকা

২১ আশ্বিন, ভাঃ ১৬ আশ্বিন, **৮ অক্টোবর,** ২১ আহিন, সংবৎ ১৪ আশ্বিন বদি, ২৭ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৬। **সোমবার,** চর্তুদশী দিবা ঘ ১০।৪৯ মিঃ। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ঘ ১।৫৭ মিঃ। বন্ধযোগ রাত্রি ঘ ৬।৪৯ মিঃ। শকুনিকরণ, দিবা ঘ ১০।৪৯ গতে চতুষ্পাদকরণ, রাত্রি ঘ ১০।০০ গতে নাগকরণ। **জন্মে**-- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ঘ ১।৫৭ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**– দ্বিপাদদোষ, দিবা ঘ ১।৫৭ গতে দোষ নাই। **যোগিনী**– পশ্চিমে, দিবা ঘ ১০।৪৯ গতে ঈশানে। **কালবেলাদি** ঘ ৭।০২ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।৪৯ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৯।৫৩ গতে ১১।২৫ মধ্যে। **যাত্রা**-- শুভ পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ঘ ৭।১৩ গতে যাত্রা নাই, দিবা ঘ ৮।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ১০।৪৯ গতে মাত্র পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ১০।৪৯ গতে দীক্ষা। **বিবিধ**– চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট এবং অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ১০।৪৯ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিধেষ। পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।২৮ মধ্যে, (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ঘ ৭।০২ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘ ৮।৩০ গতে গতে পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে), **শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীবিহিত পূজা প্রশস্তা,** (অত্রকৃত্যে কালবেলানুরোধে নিরবকাশে ন বহু সম্মতঃ)। **অমাবস্যার নিশিপালন।** স্বায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। দিবা ঘ ১০।৪৯ গতে **অক্ষয়া (মৌনী) স্নানদানাদি।** রাত্রি ঘ ৩।৫৯ গতে শেষরাত্রি ঘ ৫।৩৫ মধ্যে **পরারুণোদয়ে করতোয়াস্নানে বহুশত সূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফল সমফল। দিবা ঘ ১০।৪৯ গতে মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ।** শ্রাদ্ধানন্তর ষোড়শ পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। **অপরপক্ষীয় বা প্রেতপক্ষবিহিত শ্রাদ্ধ ও তিলতর্পণ সমাপন।** **অমৃতযোগ**-- দিবা ঘ ৭।০৯ মধ্যে ও ৮।৪১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৩৭ গতে ১০।৫৭ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।০৭ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**– দিবা ঘ ৩।৩১ গতে ৪।১৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২১ আশ্বিন, ভাঃ ১৬ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর, ২৭ মহরম, ২১ আহিন, উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৫। সোমবার, চর্তুদশী দি ঘ ১০।৪৮, সেহ্‌রী শেষ ৪।০৯, ইফতার ৫।২৪। **মহালয়া।**

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

পৌর বৃত্তান্ত ঃ জাহানাবাদ তথা আরামবাগ পৌরসভা

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

এক ঃ ভূমিকা

জাহানাবাদ তথা আরামবাগ মহকুমার একমাত্র পৌরসভাটি এই মহকুমা শহরেই গড়ে উঠেছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এ'টুকু মাত্র জানা যায় যে, ১ জানুয়ারি, ১৮৮৬ তারিখে এর আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হয়েছিল। কতগুলি গ্রাম নিয়ে এটি গঠিত হয়েছিল। তার সংখ্যা বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া হয়েছে চুনীলাল বসু লিখেছেন, সতেরোটি গ্রাম নিয়ে এই পৌরসভা গঠিত হয়।[১] মহম্মদ গোলাম আম্বিয়া এই তথ্যটিকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছেন।[২] অপরপক্ষে এই পৌরসভার শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ 'শতাব্দী'-তে বিমল মিত্র লিখেছেন, "পাশাপাশি আঠারোটি গ্রামের সতের'শ পঞ্চাশ জন করদাতাকে নিয়ে পৌরসভা গঠিত হ'ল।"[৩] এই পৌরসভার ১২৫ বছর পূর্তির স্মরণিকা 'নবনিগন্ত'-তে পৌরসভা গঠনের প্রসঙ্গে আলাদা করে কিছুই বলা হয়নি।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত লেখকেরা এই সব তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন বা এদের মূল উৎস কোথায় তার কোন হদিস তাঁরা জানাননি। বস্তুতঃ জাহানাবাদ পৌরসভার সূচনা পর্ব নিয়ে এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা খুবই সামান্য, অকিঞ্চিৎকর। 'শতাব্দী'-তে বিমল মিত্র এ প্রসঙ্গে মাত্র একাত্তরটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। মহম্মদ গোলাম আম্বিয়ার ব্যবহৃত শব্দ সংখ্যা একটি ইংরেজি উদ্ধৃতি সহ মোট সাতাত্তরটি। চুনীলাল বসুর একশ পঁচিশটি। 'নবদিগন্ত'-তে লেখা হ'ল, "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত হুগলি জেলার চারটি মহকুমা শহরের অন্যতম একটি হ'ল আরামবাগ শহরটি ২২০২৯ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮-৩১' পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার সংযোগ স্থলে অবস্থিত। . . . আরামবাগ শহরে বর্তমান আয়তন হ'ল প্রায় ৩৪.৭৫ বর্গ কি.মি. যা পৌরসভা স্থাপনকালে (১৮৮৬) ছিল মাত্র ৪.৮ বর্গ কি.মি।"[৪]

ঋণ স্বীকার না করলেও দেখা যায় যে, এই তথ্যগুলি এল.এস.এস. ও মালী, আই.সি.এস এবং মনমোহন চক্রবর্তী এম.এ.বি.এল; বি.সি.এস প্রণীত এবং ১৯১২ তে প্রকাশিত *Bengal District Gazetteers,Hooghly* গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।[৫] এখানে লেখা আছে ---- *"Arambagh was constituted a municipality on 1st January 1886 ; its old name Jahanabad was changed to Arambagh in 1900 in order to avoid confusion with the town of the same name in the Gaya District. It was the most rural of all the municipalities in the district consisting of a group to 17 villages, spread over 3 square miles. The rate payers number 1750 or 21.1 percent of the total papulation. The elective system is not in force, and of the 10 members serving on the committee, two serve ex-officio and eight are reminated, the subdivisional Officer being the chairman. The annual income averaged Rs. 5,309 in the five years ending in 1899-1900 and Rs. 6,454 in the subsequent five years. In 1907-08 the total income amounted Rs. 8,066, the incidence of taxation per head being annas 10-1 – – the lowest in the district. The main sources of income are a tax on persons assessed at ¾ (12 annas) percent according to their circumstances and properly which Tielded Rs. 3,234 and conservancy fees (Rs. 1,114) The expenditure in the same year amounted to Rs. 7,341."*

চুনীলাল বসু এই পঙক্তিটি প্রায় অনুপুঙ্খে বঙ্গানুবাদ করে তার গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন— '১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১ জানুয়ারি আরামবাগ একটি স্বতন্ত্র পৌরসভা স্থাপিত হয়। সেই সময় ইহা সতেরটি গ্রাম লইয়া গঠিতহয় এবং আয়তন তিন বর্গমাইল ছিল। করদাতাদের সংখ্যা ১৭৫০ অথবা সমগ্র জনসংখ্যার ২১.১ শতক ছিল। এই সময় এই পৌর সংঘে নির্বাচন প্রথা প্রচলন হয় নাই। কমিটির দশজন সদস্যের মধ্যে দুইজন এক্স অফিসিও *(Ex-officio)*, আটজন মনোনীত সদস্য এবং মহকুমা শাসক পদাধিকার বলে সংঘ সভাপতি হইতেন। ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিক কালের গড় বার্ষিক আয় ৫০,৩০৯৲। পরবর্তী ৫ বৎসরে ৬,৪৫৪ এবং

১৯০৭-০৮ খ্রিঃ সমগ্র আয় ৮,০৬৬ টাকা হয়। মাথাপিছু ট্যাক্সের হার দশ আনা এক পাই ছিল। ট্যাক্সের হার এই জেলার মধ্যে নিম্নতম ছিল। ব্যক্তিগত অবস্থা ও সম্পত্তি অনুযায়ী শতকরা ১২ আনা করই আয়ের প্রধান পথ ছিল। ইহা হইতে ৩,২৩৪৲ এবং কন্- জারেভেন্সি ফি হইতে ১,১১৪৲ আয় হয়। উক্ত বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭,৩৪১৲। বাহ্যত, এখানে মুদ্রন প্রমাদের কারণে ৫,৩০৯ টাকার পরিবর্তে ৫০,৩০৯ ছাপা হয়েছে এবং জাহানাবাদ থেকে আরামবাগ নামের পরিবর্তন অন্যত্র পরিবেষ্টিত হওয়ায় তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৯৭২-এ প্রকাশিত অমিয় কুমার ব্যানার্জী-- আই.এ.এম. সম্পাদিত *West Bengal District Gazetteers,Hooghly* গ্রন্থে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন প্রসঙ্গে হুগলি জেলার অন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আরামবাগ পৌরসভার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে এই মাত্র বলা হয়েছে যে, এই পৌরসভার প্রতিষ্ঠা ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ। আয়তন ৭.৫০ বর্গমাইল। বসতবাড়ির সংখ্যা ৬, ৮৭৫ এবং জনবসতি ১৬,৫৫১। এই পরিসংখ্যান ১৯৬১-এর আদমসুমারি তেকে নেওয়া।[৬] আবার সুধীর কুমার মিত্র তাঁর 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'চেয়ারম্যান ১ জন, ভাইস চেয়ারম্যান ১ জন, কমিশনার ৯ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সহ), আয়তন ৭.৫ বর্গমাইল। এরপর হুগলী জেলার আটটি পৌরসভার প্রত্যেকটির আলাদা করে ১৯০১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত প্রত্যেক আদমসুমারি থেকে পাওয়া মোট জন সংখ্যা, পুরুষ ও স্ত্রী লোকের সংখ্যার তালিকা দেওয়া হয়েছে।[৭]

সুধীর কুমার মিত্র জাহানাবাদ তথা আরামবাগ পৌরসভার কমিশনারদের সংখ্যা সর্ব মোট ৯ জন ছিল এই তথ্যটির উৎস উল্লেখ করেননি। অমিয় কুমার ব্যানার্জী প্রতিষ্ঠার তারিখ বাদে অন্য তথ্যগুলি যে ১৯৬১-র আদমসুমারি থেকে নিয়েছেন তা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই পৌরসভার সূচনা পর্বের কথা কিছুটা বিস্তৃত আকারে পাওয়া যায় ১৯১২-তে প্রকাশিত ও'মালী সাহেবের গেজেটীয়ার থেকে। ব্রিটিশ শাসকেরা গেজেটীয়ার সংকলন করেছিলেন এদেশের মানুষ ও সম্পদের মজুত গণনার জন্য। এগুলি এক প্রকার হ্যাণ্ডবুক বা তথ্যপঞ্জিকা যা প্রশাসকেরা কাজের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে পারতেন। ১২ নভেম্বর, ১৮৮৫ তারিখের ৮২ নং পত্রে তখনকার ভারতসচিব দরকারি তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত সরকারি আধিকারিকদের উপর দিয়েছিলেন।[৮] এভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসভার উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অনেক সংখ্যক রাজেটীয়ার রচিত হয়েছিল।

ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারগুলি তথ্যের আকর হিসাবে বিবেচিত হলেও, তাতে কিছু অমূলক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার ঃ হুগলীতেও এমন অনেক তথ্য প্রক্ষেপ করা হয়েছে। যেমন পথঘাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হ'ল যে হুগলী জেলা ১৭৬৫ তে কোম্পানীর অধিকারে আসে, অথচ ঘটনা হ'ল ২৭ সেপ্টেম্বর ১৭৬০ তারিখে বাংলার নবাব মীরকাশিম এক সন্ধিপত্রে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। তখন হুগলী ছিল বর্ধমানের অন্তর্গত। তেমনই জাহানাবাদ তথা আরামবাগ পৌরসভা সম্বন্ধে বলা হ'ল যে, তিন বর্গমাইল এলাকা জুড়ে থাকা সতেরোটি গ্রাম নিয়ে এই পৌরসভা গঠিত হয়। ৩ মাইল দীর্ঘ ও ১ মাইল প্রস্তযুক্ত এলাকার সতেরোটি গ্রামের অবস্থান এবং করদাতাদের সংখ্যা ছিল ১৭৫০ জন। কল্পনা করা যায়? যা জনসংখ্যার ২১.১ শতাংশ মাত্র। অথচ ১৮৯১-৯২-এ এক সরকারি সিদ্ধান্তে বলা হচ্ছে যে জাহানাবাদ পৌরসভা প্রতিষ্ঠার তারিখ ১ জানুয়ারি ১৮৮৬, মোট জনসংখ্যা ৮,৩২৭ জন। করদাতাদের সংখ্যা ১,৭৩৫ জন অর্থাৎ জনসংখ্যার ২০.৮৩ শতাংশ।

তাছাড়া জাহানাবাদ তথা আরামবাগ পৌরসভা গঠনের যে তথ্য বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার হুগলিতে পরিবেশিত হয়েছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অসমাপ্ত। কোন পরিস্থিতিতে এবং কেন এই পৌরসভার সূচনা হল, এর অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির নাম কি এবং এর চতুঃসীমা সম্বন্ধে এই পুস্তকে কিছুই বলা হয়নি। অথচ তখনকার বঙ্গ সরকারের পৌরদপ্তর জাহানাবাদের মহকুমা শাসক, হুগলি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের মধ্যে জাহানাবাদ পৌরসভা গঠন সম্বন্ধে যে সব চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়েছিল সেগুলি সরকারি আদেশনামা সহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে সংরক্ষিত আছে। সেই পত্রখণ্ডের নিরিখে জাহানাবাদ পৌরসভার সূচনা পর্বের কথা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তবে তার আগে বঙ্গে পৌর ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা জেনে নেওয়া দরকার।

১। চুনীলাল বসু ঃ আরামবাগের ইতিকথা, কলিকাতা ১৯৫৭, পৃ. ৬৪।
২। মহম্মদ গোলাম আম্বিয়া ঃ আরামবাগ মহকুমার ইতিহাস, আরামবাগ, প. ১১-১১২।
৩। বিমল মিত্র ঃ ইতিহাসের আরামবাগ : আরামবাগ পৌরসভা কর্তৃক প্রকাশিত শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ 'শতাব্দী', আরামবাগ ১৯৮৭, পৃ. ১১-১২।
৪। আরামবাগ পৌরসভা অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ 'নবদিগন্ত', পৃ. ১।
৫। *L.S.S. O'mally & Manmahan Chakrabatty : Bengal District Gazetteers, Hooghly, Calcutta 1912, P. 227.*
৬। *Amiya Kumar Banerjee I As. : West Bengal District Gazetteers, Hooghly, Calcutta 1972, Ch II P. 490-506.*
৭। সুধীর কুমার মিত্র ঋ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, কলিকাতা ১৯১১, পৃক্ষ ৫৬, ৬১।
৮। *K.R. Biswas in J.H.E Garret's Bengal District Gazetteers, Nadia, Calcutta 2001, P. VI-VII. .*

যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

সম্প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছে সেবি। বাজার নিয়ন্ত্রকটি জানিয়েছে, লগ্নি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ালে সেট্‌লমেন্টের পাঁচ দিনের মধ্যে বিক্রি করতে হবে। না হলে এই ধরনের বিনিয়োগের পুরোটাই প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি (এফপিআই) হিসাবে গণ্য হবে। পাশাপাশি, এ ধরনের পরিস্থিতির কথা জানিয়ে রাখতে হবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে। প্রসঙ্গত, বিদেশের কোনও সরকার বা সংস্থা শেয়ার বাজারের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্থায় বিনিয়োগ করলে তাদের ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টর বা এফপিআই বলা হয়। সেবি অবশ্য জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে কোনও বিদেশি সরকারের চুক্তিতে বিনিয়োগকারী একাধিক সংস্থার নাম উল্লেখ থাকলে তাদের মোট পুঁজিকে একটি লগ্নি হিসাবে দেখা হবে না। পৃথক পৃথক সংস্থার বিনিয়োগ হিসাবেই গণ্য করা হবে। পাশাপাশি, বিশ্বব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর আওতায় থাকা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (আইবিআরডি), ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (আইডিএ), মাল্টিল্যাটেরাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (এমআইজিএ) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর ক্ষেত্রে অবশ্য সেবির এই নতুন বিধি প্রযোজ্য হবে না। ফলে ১০ শতাংশ মোট লগ্নির সীমাও সেখানে খাটবে না।

· **হলমার্ক-যুক্ত গয়নায় প্রতারণা ঠেকাতে উদ্যোগ :**

হলমার্ক না থাকলে তো কথাই নেই। সেই ছাপ থাকা গয়না কিনেও প্রতারিত হওয়ার কথা শোনা যায় মাঝেমধ্যেই। বুরো অব ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডসের (বিআইএস) দাবি, হলমার্কে সেই হয়রানি থাকবে না। ক্রেতা যদি হলমার্ক ছাপ দেওয়া গয়না কিনেও প্রতারিত হয়ে থাকেন, তা হলে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যবস্থা করবে তারা। গয়নায় হলমার্কের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা জরুরি বলে গত ১৭ এপ্রিল মন্তব্য করেন বিআইএসের আঞ্চলিক ডিরেক্টর কে কে পাল। তিনি বলেন যে হলমার্ক করা গয়না কিনেও ঠকলে ক্রেতা বিআইএসের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট গয়না বিক্রেতার কাছ থেকে আদায়ের ব্যবস্থা করবে তারা। এর জন্য অবশ্য গয়না কেনার বিল থাকা জরুরি। ওই বিলে গয়নায় থাকা সোনার পরিমাণ, তার শুদ্ধতা (ক্যারাট), হলমার্কের ছাপ লাগানোর খরচ এবং জিএসটির পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে। শুধু হলমার্ক দেওয়া গয়নার ক্ষেত্রেই ক্রেতা ওই সুবিধা পাবেন।

· **আন্তঃমন্ত্রক কমিটির কৃষি বিষয়ক রিপোর্ট :**

এতদিন চাষিরা শুধু ভেবে এসেছেন উৎপাদন কী করে বাড়ানো যায়। এ বার তাদের জোর দিতে বলা হবে মুনাফা বাড়ানোর উপরেও। ২০২২ সালের মধ্যে দেশে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা নিয়ে আন্তঃমন্ত্রক কমিটির রিপোর্ট মূলত নজর দিচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বদল আনার প্রয়োজনীয়তাতেই। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

বন্ধ হোক পণপ্রথা

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি স্বরূপ। এর বিষক্রিয়ায় আমাদের গোটা সমাজ আক্রান্ত। যদিও এর প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। তবুও, এ প্রথা নারী সমাজে অভিশাপ স্বরূপ। প্রাচীনকালে রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের বিয়েতে যৌতুক আদান-প্রদানের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যৌতুক প্রথার প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থলোভ। এছাড়াও, দারিদ্র্য বা আর্থিক দূরবস্থার কারণেও এই প্রথার বৃদ্ধি হচ্ছে। যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যৌতুকের লোভে পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে না হওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি হয় না। এর ফলে তৈরি হয় নানা ঝঞ্ঝাট বা সমস্যা। এছাড়াও, যৌতুকের চাহিদা মেটাতে না পেরে অনেক নারীকেই স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে পিতৃগৃহে ফিরে আসতে হয়। এভাবে প্রতিনিয়ত অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ওই মেয়েটি আত্মহননের পথ বেছে নেয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের রিপোর্টে দেখা গেছে ২০১৩ সালে মোট ২৬৫ জন নারী যৌতুকের বলি হয়েছে। এর মধ্যে ১০৯ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার, ৩ জন অ্যাসিডদগ্ধ, ৪ জন স্বামীর গৃহ থেকে বিতাড়িত, ১২৮ জন হত্যার শিকার, ২১ জন আত্মহত্যা করেছে। যৌতুকের অভিশাপে কন্যা সন্তানকে অনেক দরিদ্র পিতা-মাতাই সানন্দে গ্রহণ করে না। যৌতুকের বিরূপ প্রভাব নারীজীবনের জন্য অবমাননাকর ও আত্মমর্যাদাহানিকর। এই যৌতুক প্রথা রোধে বর্তমান তরুণ সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও নারী সমাজের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। যৌতুক দেওয়া ও নেওয়াকে ঘৃণ্য অপরাধ হিসাবে সকলকে বিবেচনা করতে হবে। যদিও এখন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার বিভিন্ন আইন পাশ করেছে। আমরা, নারী জাতির উন্নয়নের জন্য যৌতুক নামক বিষবৃক্ষের শিকড় নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে পারি। তাছাড়াও, সমাজের সকলকে উপলব্ধি করতে হবে, নারীরা আমাদেরই মা-বোন ও সন্তান। তাহলেই, সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে নারীদের সঠিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভবব।

সমাপ্তী নায়ক
বালিঠ্যা, বাঁকুড়া।

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়